১৯শে মে

নীতিশ বিশ্বাস

আমরা অনেকেই বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কথা জানি। ২১শে ফেব্রুয়ারী। সেই যে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি!’ আমরা কেউ-ই ভুলতে পারি না। আর ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা পৃথিবী পালন করছে। বাঙালির এ এক মহান গৌরব।

আমি আপনাদের কাছে আর একটি ভাষা-শহীদ-দিবসের কথা বলব। আপনারা কেউ কেউ জানেন কিন্তু অনেকেই জানেন না সে দিনটির কথা। ১৯শে মে। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে। বাংলাভাষা মাতৃভাষার জন্য আসাম রাজ্যের শিলচর শহরের শিলচর রেল ষ্টেশানে প্রাণ দিয়েছিলেন এগারো জন। তারা কোন রাজনৈতিক দলের আহ্বানে সেদিন সমবেত হন নি। তারা সকলেই ছিলেন মাতৃভাষা দিবসের সত্যাগ্রহী। সম্পূর্ণ অহিংস; শান্তিপূর্ণভাবে রেল অবরোধ করছিলেন, আসামে বাংলাভাষাকে তুলে দেবার প্রতিবাদে। আর আসাম পুলিশের বর্বরোচিত গুলির বর্ষণে ঘটনাস্থলেই প্রাণ দেন কমলা ভট্টাচার্য, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরোকায়স্থ, শচীন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, হিতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর প্রমূখ মহামানবেরা।

এই আন্দোলন কেবল ১৯শে মে-ই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তাই যে শহীদের তালিকায় যুক্ত হয় আরো নাম। যার মধ্যে আমি বলতে চাই করিমগঞ্জে নিহত ভাষা-শহীদ বিজন চক্রবর্ত্তী (বাচ্চু)র কথা। তিনি শহীদ হন ১৯৭২ সালের ১৬ই আগষ্ট। আর ১৯৮৬ সালের ২১শে জুলাই ঐ করিমগঞ্জেই শহীদত্ব বরণ করেন জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস।

ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ৪ জন মারা যান। শহীদ হন আর ঐ মাতৃভাষা বাংলার জন্যই প্রাণ দেন একদিনেই ১১ জন। পৃথিবীর কোন দেশের ভাষা আন্দোলনে এত শহীদের একত্রে প্রাণ উৎসর্গ করার কথা পাওয়া যায় না। এ এক বিরল শহীদ-দিবস।

এবার বলি, এই ১৯শে মে’র প্রসঙ্গকথা। তাহলে সকলে বুঝতে পারবেন কেন এত জন শান্তিপ্রিয় মানুষ প্রাণ দিলেন ঐ দিন।

আমরা ইতিহাসে পড়েছি স্বাধীন ভারতে রাজ্য ভাগ হয়েছে ভাষার ভিত্তিতে। কিন্তু সর্বত্র হয় নি। হয় নি কারণ যে রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে শাসন চালাতেন, তারা সর্বত্র এই সমস্যা সমাধান করতে চান নি। অনেক ক্ষেত্রে পারেন নি। তেমনি একটি রাজ্য আসাম। এখানে লোক সংখ্যার হিসেব নিলে জানা যাবে যে দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই আসামে একক ভাষা হিসেবে বাংলার প্রাধান্য ছিলো।

কিন্তু রাজ্য গঠনের পর যেহেতু নাম হোল আসাম তাই অসমিয়া ভাষা-ভাষীরা রাজ্যটিকে কেবল তাদেরই রাজ্য বলে ভেবে নিল। আর আসাম সাহিত্য সভা বলে একটি সংগঠন তারা এই উগ্রতার নেতৃত্ব দিল। ফলে বাংলা সহ অন্য ভাষীদের উপর আক্রমণ হল। ভাষা-দাঙ্গা হ’ল। কত নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হল। যেমন যে কোন দাঙ্গায়ই মারা যায় শান্তিপ্রিয় মানুষেরা। অন্যদিকে, রবীন্দ্র শতবর্ষে (অর্থাৎ ১৯৬০-৬১) সারা পৃথিবী যখন রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করছে। আসামের বাঙালি মানুষের উপর ঐ সময় জোর করে অসমিয়া চাপিয়ে দেওয়া হল। তাদের স্কুলে বাংলার পরিবর্তে পড়তে হবে অসমিয়া। চাকুরি থেকে শিক্ষার মাধ্যম সব জায়গায় আসবে অসমিয়া ভাষা। কিন্তু ভারতের সংবিধান-মতে রাজ্যে যারা সংখ্যালঘু তাদের ভাষায়ও লেখাপড়া করার অধিকার স্বীকৃত। এই অসাংবিধানিক, অমানবিক ও অন্যায় বিধানের বিদ্ধে আসামের সর্বত্র বাংলাভাষী মানুষ প্রতিবাদ করলেন। সেই প্রতিবাদ গৌহাটি অঞ্চলে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যক

ায় যেমন হ'ল তেমনি হ'ল বরাক নদীর উপত্যকায়। এই বরাক নামের অঞ্চলের মধ্যে বাঙালি প্রধান মেলা কাছাড় (শিলচর), হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ। সর্বত্র প্রতিবাদ হল। অবশেষে একই দিনে প্রাণ দিলেন ১১ জন শহীদ।

সকলে জেনে অবাক হবেন ঐ দিন অর্থাৎ ১৯শে মে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহ রবীন্দ্র শতবর্ষের একটি অনুষ্ঠানে গৌহাটিতে উপস্থিত। আর তার পুলিশ রেল ষ্টেশনে অহিংস সত্যাগ্রহীদের খুন করলো ঠান্ডা মাথায় কে ান প্ররোচনাহীনভাবে। এই মাতৃভাষার জন্য মহান ত্যাগকে তাই সমগ্র বাঙালিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রত্যেক বছর ১৯শে মে দিনে।

আর একটা কথা। আসামের মানচিত্রের একেবারে নীচে একদিকে মনিপুর (পূর্বে), দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা, মিজোরাম, পশ্চি মে বাংলাদেশ, মেঘালয় — যে ভূখন্ডটিকে ঘিরে রেখেছে তার নাম বরাক উপত্যকা। কলকাতা থেকে সহজে একমাত্র উড়োজাহাজে যাওয়া যায়। ট্রেনে বা বাসে যেতে হয় ঘুরে ঘুরে গৌহাটি হয়ে। যাতায়াতের এই অসুবিধার জন্য পশ্চি মবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই কম ছিলো বলে বাংলার মানুষ ঐ ঈশানকোণের বাঙালিদের বেশী খোঁজ খবর নিতো না। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারির মতো ১৯শে মে এ রাজ্যে জনপ্রিয় ছিলো না।

বাংলার বাইরের বাঙালিদের দুঃখবেদনা, অসুবিধার কথা বলার জন্য 'সহমর্মী' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। নামটা বেশ ভালো না? এই সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার। সেই সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠন এখন ঐ অঞ্চলের বাঙালিদের বিষয়ে অনুষ্ঠান করা, সেমিনার করা ইত্যাদি করে সকলের মধ্যে ঐ আন্দোলনের কথা, সেখান কার মানুষের কথা এখানকার মানুষককে জানাচ্ছে। কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে প্রথমে জানতে হয়। এমন কি দূরে থাকা অ াত্মীয়কেও না চিনলে তো ভালোবাসা যায় না। তাই আমাদের বাংলা মায়ের যে সন্তানেরা বরাক অঞ্চলে ঐ মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তারা আমাদের নমস্য। শ্রদ্ধার পাত্র। আমাদের গৌরব।

এই শহীদদের আত্মত্যাগের ফলে আসাম রাজ্যে বাংলাভাষা দ্বিতীয় রাজ্যভাষা। এখানে যেমন নেপালি ভাষা তেমনি ও রাজ্যে কেউ বাংলায় সরকারকে আবেদন জানাতে পারবে। বরাক অঞ্চলে তিনটি জেলার স্কুলে বাংলায় পড়াশুনা করা য াবে। এমনকি শিলচরে আসাম ঝিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে প্রধানতঃ এই অঞ্চলের মানুষের জন্য। এসব কম কথা নয়। ব াংলা ও ত্রিপুরা ছাড়া এমন সুযোগ ভারতে আর কোথাও নেই।

এ সবই হয়েছে ওখানকার মানুষের সংগ্রামের জন্য। এ বছর অর্থাৎ ২০০৩ সালের ১৯শে মে হাইলাকান্দি শহরে বাংলা ভাষার এই শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে সুন্দর একটি শহীদস্তম্ভ স্থাপন করলো বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও ও সংস্কৃতি সম্মেলন। তার প্রধান উদ্যোক্তা ঐ অঞ্চলের প্রিয় সন্তান আসাম সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় গৌতম র ায়। ১৯ তারিখের এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতার প্রখ্যাত সাংবাদিক অশোক দাশগুপ্ত, পাটনা ঝিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আর আমি গিয়েছিলাম। আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন ঐ সংগঠনের সম্পাদক শ্রী নীতিশ ভট্টাচার্য।

আপনারা জেনে অবাক হবেন, ১৯শের ভোর থেকে সর্বত্র সাজ সাজ রব। স্কুলে কলেজে কারখানায় বাড়িতে বাড়িতে সর্বত্র বেদী সাজিয়ে ফুল দিয়ে প্রণাম জানায়। হাইলাকান্দিতে এবার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আগে যে মিছিল হয় তাতে শহরের ও ধারেকাছের সমস্ত স্কুলকলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। নগর যেন নেমে আসে পথে। সব পথ আজ শহীদ সরণী। অপূর্ব সে দৃশ্য। সব দলমতের মানুষ এখানে একাকার।

হাজার হাজার মানুষ মাতৃভাষার আবেগে ভাসছে সবাই। যেন টগবগ করে ফুটছে প্রাণের সৌরভে। শহীদের জন্য অশ্রু আর বিজয়ের গৌরব।

সভায় শহীদ বীরেন্দ্র সূত্রধরের পত্নী শ্রীমতী ধনকুমারী সূত্রধর ও শহীদ কানাই নিয়োগীর পত্নী শ্রীমতী শান্তিকণা নিয়ে াগীকে পঞ্চাশ হাজার করে টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই দুই শহীদ-পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রদ্ধেয় সন্তোষ রায় যখন শহীদস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন তখন এক গভীর আবেগ সমস্ত জনসমুদ্রকে উদ্বেল করে তোলে। হাইলাকান্দি জেলা শহরে যেন এই শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করেছিলো।

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির জন্য বাংলা থেকে দূরে নির্বাসিত পাহাড়ী সবুজের এই মায়াবী দেশে যে আন্তরিক আবেগ, ঐক্য আর আন্তরিকতা দেখেছি তা ভুলবার নয়। আমরা ভারতের সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের পক্ষ থেকে তাদের এ মাতৃভাষার

জন্য সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানাই, অভিনন্দন জানাই।

মনে নড়ছে ১৯২০ সালে (১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্ট এসেছিলেন এবং শ্রীভূমি বলে একটি কবিতায় এই সিলেটকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন।

শ্রীভূমি

"মমতা বিহীন কালস্রোতে বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি ভারতী আপনি পূণ্য হাতে বাঙালির হৃদয়ের সাথে বাণীরমাল্য দিয়া বাঁধে তব হিয়া। সে বাঁধনে চিরদিন তরে তব কাছে বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।"

১৯শে মে স্মরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের হৃদয়ের বন্ধনের কথা এখানেই শেষ করি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com